কালের কণ্ঠ

তারিখ 13 FEB 2014
পৃষ্ঠা

ড. নিয়াজ আহম্মেদ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

> জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ অনেক দেশকে অদূর ভবিষ্যতে ছাড়িয়ে যাবে—এ আশা আমাদের সবার। শাবিপ্রবি এর অংশ হিসেবে কাজ করছে। প্রতিবছর আমরা শত শত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি করছি এবং ভবিষ্যতেও করব। তারা দেশকে আলোকিত করবে এবং বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে

আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি, বাংলা ১ ফাল্গুন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) দিবস। ১৯৮৭ সালে মহান জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় এই বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৭ সালে আইন পাস করা হলেও এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে প্রায় পাঁচ বছর লেগে যায়। ১৯৯১ সালের এই দিনে প্রথম ক্লাস শুরুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে চারটি বিভাগ নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, বহু চড়াই-উতরাই পার হয়ে আজ সেখানে রয়েছে ছয়টি অনুষদে ২৫টি বিভাগ, অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

শুরুর দিকে সিনিয়র শিক্ষক দ্বারা বিভাগ চালু এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা তরুণ ও মেধাবী শিক্ষকদের যোগদান এবং তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও এর ধারাবাহিকতা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বর্তমানে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, যা বর্তমান সময়ে অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। পাশাপাশি দক্ষ ও মেধাবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশেষ করে মাননীয় উপাচার্যদের একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ বর্তমান সুনামের পাথেয় হিসেবে কাজ করছে। এ প্রসঙ্গে দুজন উপাচার্যের নাম আজকের দিনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত বলে আমি মনে করি। একজন মরহুম অধ্যাপক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। একজন প্রগতিশীল ও মুক্তমনা শিক্ষক এবং উপাচার্য হিসেবে তিনি আমাদের মাঝে আজও বেঁচে আছেন এবং থাকবেন। অন্যজন অধ্যাপক ড. মো. সালেহউদ্দিন, যিনি বর্তমানে সিলেট মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। একজন মুক্তিযোদ্ধা ও সাহসী ব্যক্তি হিসেবে তিনি সর্বজনবিদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও শিক্ষার মানোন্নয়ন, সর্বোপরি একটি সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় করার ক্ষেত্রে শেষোক্ত উপাচার্যের অবদান অনেক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক ড. সদরুদ্দীন আহমেদ চৌধুরীকে এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করছি। শুরুতে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন বিধায় আজকে বিশ্ববিদ্যালয়টি এ অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে।

নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে ও প্রযুক্তি অন্বেষণে শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা আজ শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক প্রাক্তন ছাত্রীর কৃত্রিম ফুসফুস-সংক্রান্ত গবেষণা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশে সমাদৃত হয়েছে। অতিসম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ড্রোন উদ্ভাবন শাবিপ্রবির সুনামকে এক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।

শুধু জ্ঞান সৃষ্টিতে নয়, কো-কারিকুলাম কর্মকাণ্ডেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম কম নয়। এখানে রয়েছে ৫৪টির মতো নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠন, যা শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত। তাদের উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন সম্মানিত শিক্ষকরা। গানের জন্য রয়েছে শিকড়ের মতো বড় সংগঠন। আবার নাটকের জন্য রয়েছে দিক থিয়েটার। খেলাধুলার জন্য স্পোর্টস সাস্ট। সুন্দরভাবে ইংরেজি বলার জন্য রয়েছে সাস্ট স্পিকার্স ক্লাব। আবার বিতর্কের জন্য সাস্ট ডিবেটিং ক্লাব। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো, ছিন্নমূল ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য রয়েছে কিন নামে একটি সংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিদিন বিকেলে আশপাশের ছিন্নমূল ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আমাদের শিক্ষার্থীরা পালাক্রমে পাঠদান করে। পাশাপাশি শিশুরা গানসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিন্নমূল ও সুবিধাবঞ্চিত এ শিশুদের অংশগ্রহণ সত্যিই প্রশংসনীয়। এ মুহূর্তে সব সংগঠনের নাম উল্লেখ করতে পারছি না, তবে শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও একঘেয়েমি দূর করে পড়াশোনার প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরিতে যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে—এমনটি আশা সবার।

শিক্ষা ও গবেষণায় অনবদ্য অবদান রাখা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়টি বারবার হোঁচট খেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণ করে না, মুক্ত বুদ্ধিচর্চা এবং দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ, লালন ও সংরক্ষণে অবদান রাখে। কেননা এখানে রয়েছে দেশের মেধাবীদের বিচরণক্ষেত্র। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দু-একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। গত বছরের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য 'চেতনা ৭১'-এর নামফলক মৌলবাদীগোষ্ঠীর সহযোগী ছাত্রসংগঠন ভেঙে ফেলে। এমনকি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হলে সেখানেও হামলা চালায় একই গোষ্ঠী। তারা এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। ২৬ জানুয়ারি একই গোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন, শিক্ষকদের ব্যক্তিগত গাড়ি এবং বিভিন্ন ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। তাদের মূলমন্ত্র একাত্তরের চেতনায় আঘাত হানা। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত, নামফলক ভেঙে ফেলে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও দেশের কোটি কোটি মানুষের মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা চেতনা কখনো মুছে দেওয়া যায় না।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ অনেক দেশকে অদূর ভবিষ্যতে ছাড়িয়ে যাবে—এ আশা আমাদের সবার। শাবিপ্রবি এর অংশ হিসেবে কাজ করছে। প্রতিবছর আমরা শত শত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি করছি এবং ভবিষ্যতেও করব। তারা দেশকে আলোকিত করবে এবং বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

আজকের দিনে আমাদের অঙ্গীকার—বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিশ্বমানের একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তৈরি করা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী—সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা সফল হব—এ হোক আমাদের প্রত্যয়।

লেখক : অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
neazahmed_2002@yahoo.com